

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(www.bkkb.gov.bd)

বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ৩১তম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
সভার তারিখ : ০৬ এপ্রিল, ২০২৩
সময় : বেলা ০২:০০ টায়
স্থান : ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম

উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। তিনি জানান সর্বশেষ ০৪ ডিসেম্বর, ২০২২ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ৩০তম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০তম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়। কোন আপত্তি বা সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়করণ করা হলো।

০২। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩১তম সমন্বয় সভার আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত:

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১।	বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	(১) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম সভায় জানান যে, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণে প্রয়োজনীয় সরকারি অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম থাকায় বিকল্প পদ্ধতিতে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের বিষয়ে ৩০তম সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সুপারিশ হলো “যেহেতু খুব সহসাই বহুতল শপিং কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম সেহেতু কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কনসালটেন্ট ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতঃ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে শপিংমল কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। ৮তলা পর্যন্ত যেহেতু মার্কেট হবে সেহেতু সালামির মাধ্যমে দোকানের পজিশন হস্তান্তরপূর্বক প্রদত্ত অর্থ দিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে সাইট ইঞ্জিনিয়ারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ডেপুটেশনে অথবা আউটসোর্সিং করা যেতে পারে”। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পেরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, নকশাটি দেড় বছরের অধিক সময় পূর্বে প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে Rate schedule পরিবর্তন হয়েছে। এছাড়া প্রাক্কলিত ব্যয় এখনো পাওয়া যায়নি মর্মে জানা যায়। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, ভবনের Architectural view এর শৈল্পিকতা ও নান্দনিকতা নিয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে। সর্বশেষ, উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন এবং Architectural Drawing & Design নিয়ে পরামর্শ প্রদান করেছেন। সে বিবেচনায় এবং দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ায় সর্বশেষ Architectural Drawing & Design এবং ব্যয় প্রাক্কলন প্রেরণের জন্য পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রামকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে প্রস্তাবিত বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম, গণপূর্ত জোন ২৬ মে, ২০২২ তারিখে প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করেন।	(১) বহুতল শপিংমল কাম বাণিজ্যিক ভবনটির বাহিরের দৃশ্য নয়নাভিরাম ও দৃষ্টি নন্দনপূর্বক অভ্যন্তরীণ কাঠামো ঠিক রেখে ডিজাইন করতে হবে;	(১) (ক) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম;

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		<p>উক্ত প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫৬৪৮.১৬ (চারশত ছাশ্লান কোটি আটচল্লিশ লক্ষ্য ষোল হাজার) কোটি টাকা। এ ব্যয় প্রাক্কলন এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সর্বশেষ আর্কিটেকচারাল ড্রইং এবং ডিজাইন ইতোমধ্যে পরবর্তী ব্যবস্থা অর্থাৎ নীতিগত অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে স্থাপত্য নকশার ওপর যথাসম্ভব দ্রুত পর্যালোচনা সভা আহবানের জন্য সভাপতির মতামতের প্রেক্ষিতে সকলেই একমত পোষণ করেন।</p> <p>(২) খুলনা-যশোর মহাসড়কের পশ্চিম পাশে 'জোড়াগেট' সংলগ্ন সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ০১ (এক) একর জমি বাদ রেখে অন্য সুবিধাজনক জমিতে বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে উদ্ভূত সমস্যাটি দ্রুত সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পরিচালক, খুলনা সভাকে অবহিত করেন যে, ০৩ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে আলোচ্য সভাটি হয়েছে। কার্যবিবরণী সহসাই পাওয়া যাবে। যথাসম্ভব দ্রুত কার্যবিবরণী অথবা লিখিত প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় একমত পোষণ করা হয়।</p> <p>(৩) বরিশাল এর মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য খাস/অর্পিত/পরিত্যক্ত ভূমি বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও কর্মচারীদের চিত্তবিনোদন ও অবকাশ যাপন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে কুয়াকাটায় রেন্টহাউস কাম রিসোর্ট এর জন্য প্রতীকী মূল্যে ভূমি বরাদ্দের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।</p>	<p>(২) ০৩ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>৩) (ক) বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে স্থায়ীভাবে ভূমি বন্দোবস্ত নিতে হবে। (খ) যোগাযোগ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পূর্বে যোগাযোগের অগ্রগামীপত্র প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>(২) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা;</p> <p>(ক) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল;</p>
০২।	কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন অনুদান এবং unique registration system বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	বোর্ডের সকল সেবা একই প্ল্যাটফর্মে আনয়নের লক্ষ্যে Single Sign-On (SSO) ব্যবস্থাপনা এবং বোর্ডের Enterprise Resource Planning (ERP) উন্নয়নের জন্য requirement analysis এবং খসড়া TOR (Terms of Reference) প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। একটি সমৃদ্ধ প্ল্যাটফর্ম তৈরির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	বিভাগীয় পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে অন-লাইনে সভা আহবানের মাধ্যমে TOR (Terms of Reference) নির্ধারণপূর্বক সমৃদ্ধ প্ল্যাটফর্ম করতে হবে। আগামী ৫ কর্মদিবসের মধ্যে প্রোগ্রামারকে এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	প্রোগ্রামার, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩।	সেবা সহজিকরণ (সাধারণ চিকিৎসা ও জটিল ব্যয়বহল চিকিৎসা অনুদান)	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সেবাসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি সেবা হলো সাধারণ চিকিৎসা অনুদান ও জটিল ও ব্যয়বহল চিকিৎসা অনুদান। সরকারি কর্মচারী তার জীবদ্দশায় এ সেবা দু'টি পেয়ে থাকে। ফলে অন্য সেবা থেকে এর গুরুত্ব বেশি। এ সেবাকে আরও অধিকতর সহজিকরণের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সেবা প্রাপ্তি আরও কিভাবে সহজিকরণ করা যায়, কি কি তথ্যাদি/কাগজপত্র সংযোজন/বিয়োজন করা যায় সে বিষয়ে সকলের মতামত প্রদানের জন্য আলোচনা করা হয়।	চিকিৎসা অনুদানের সেবা দু'টিকে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে কিভাবে অধিকতর সহজিকরণ করা যায় সে বিষয়ে বিভাগীয় পরিচালকগণকে আগামী ০৫ কর্মদিবসের মধ্যে মতামত প্রদান করতে হবে।	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০৪।	সেবা গ্রহণে প্রতারণামূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ও বোর্ড এর সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের সম্যক ধারণা না থাকায় একদিকে যেমন তারা বোর্ড সম্পর্কে অজ্ঞাত অন্যদিকে সেবা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত। মুষ্টিমেয় দপ্তর/সংস্থার মধ্যে এ সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের কল্যাণধর্মী এই প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে সকল স্তরের/পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে অধিকতর সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বোর্ড হতে সকল প্রকার অনুদান EFT এর মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের ব্যাংক হিসাবে পাঠানো সত্ত্বেও এক শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ/প্রতারক চক্র বিভাগীয় প্রধান এবং আবেদনকারীর নাম ব্যবহার করে হাসপাতালের ছাড়পত্র/প্রেসক্রিপশন দাখিল করে আবেদন করছে। ভূয়া সন্দেহজনক আবেদনগুলোর ক্ষেত্রে আবেদনকারী এবং অফিস প্রধানকে টেলিফোন/পত্র প্রেরণ করে যাচাই করা যেতে পারে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (লিফলেট, চিঠি, মতবিনিময়, ব্যক্তিগত যোগাযোগ) গ্রহণের মাধ্যমে প্রতারণা প্রতিরোধের বিষয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	বিভাগীয় পরিচালকগণ এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন তথা বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার থেকে শুরু করে তাঁর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের সাথে (ক) মতবিনিময় সভাসহ ব্যক্তিগত যোগাযোগ রাখতে হবে; (খ) প্রতারকচক্র যাতে ভূয়া ও সন্দেহজনক আবেদন না করতে পারে সে বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)
০৫।	বোর্ডের আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে খাস/অর্পিত/পরিত্যক্ত জমি বন্ধোবস্তকরণ	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সরকারের সবচেয়ে বড় আয়তনের অলাভজনক ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় চাহিদার তুলনায় ইতোমধ্যে এ সংস্থার আয়বর্ধক প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ ও অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এতদসত্ত্বেও নির্ধারিত আয়ের মধ্যে সারা দেশে প্রায় ১ কোটি মানুষের সেবা প্রদান কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। একইধর্মী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, আয় ও সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত থাকায় সেবার মান এ প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সন্তোষজনক। কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিকট সেবা গ্রহণে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রত্যাশা সবচেয়ে বেশি। এ বিবেচনায় সীমিত আয় এবং বর্তমান বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, আয় ও সুযোগ-সুবিধা বর্ধিত করা ছাড়া অনুদানের পরিমাণ, উন্নত সেবা প্রদান ও পরিষি বৃদ্ধিকরণ এবং নতুন সেবা চালুকরণ অপরিহার্য হলেও সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান বাস্তবতায়, বোর্ডের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে আয়বর্ধনশীল প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে কল্যাণমূলক কাজের পরিষি বিস্তৃত করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে খাস/অর্পিত/পরিত্যক্ত জমি অনুসন্ধানের বিষয়ে একটি সেবা সপ্তাহ পালন করা যেতে পারে। কল্যাণমূলক প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিভাগীয় পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারের সাথে যোগাযোগ করে প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সেবা সপ্তাহের মত বোর্ডের আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে প্রতিটি বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে খাস/অর্পিত/পরিত্যক্ত জমি সংগ্রহের লক্ষ্যে বোর্ডের বিভাগীয় পরিচালকবৃন্দকে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)

৪৪

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০৬।	জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে উন্নয়ন সমন্বয় সভায় বোর্ডের বিভাগীয় পরিচালকবৃন্দের অংশগ্রহণ	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে অবহিত করার নিমিত্ত বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা এবং জেলা মাসিক সমন্বয় সভায় বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণপূর্বক কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিভাগীয় পরিচালকবৃন্দ সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে তাঁদের অবস্থানের বিষয়টি সভাকে অবহিত করেন। বিভাগীয় পরিচালক, চট্টগ্রাম ব্যতীত সকল পরিচালকগণ সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করেছেন মর্মে জানান। পরিচালক চট্টগ্রাম বর্ণিত সভায় অংশগ্রহণে কোন পত্র না পাওয়ায় তাঁকে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা এবং জেলা মাসিক সমন্বয় সভায় একটি নির্ধারিত ছকে বোর্ডের কার্যক্রম উপস্থাপনের বিষয়েও আলোচনা করা হয়। উক্ত ছক মোতাবেক তথ্যাদি উপস্থানের পাশাপাশি প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	নির্ধারিত ছকে বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা এবং জেলা মাসিক সমন্বয় সভায় বোর্ডের কার্যক্রম উপস্থাপন করে প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)
০৭।	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৃত্যুতে সম্মান প্রদর্শন ও শোক বার্তা প্রকাশ বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন	একটি রাষ্ট্রে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীগণ কাজ করেন। জনগণের সেবক হিসেবে তাঁরা তাঁদের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেন। জনগণের সেবায় জনসেবক - আর জনসেবকদের কল্যাণে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সরকারি কর্মচারীকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তাদের মনোবল ও কর্মসুহা সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণকে তাদের কাঙ্ক্ষিত/প্রত্যাশিত সেবার মান বৃদ্ধি করতে বদ্ধ পরিকর। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারি কর্মচারীগণের জন্য নানামুখী কল্যাণমূলক কাজ করে যাচ্ছে। জনসেবায় নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদের ত্যাগ তিতিক্ষা, শ্রম, মেধা, নিষ্ঠা ইত্যাদি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করে তাঁদের মৃত্যুতে শোক, আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড শোকবার্তা প্রেরণ এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি/সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে শোকাহত পরিবারকে সাহ্ননার পাশাপাশি কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়/জীবনের সিংহভাগ মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে-নীতি নির্ধারণী পর্যায় পর্যন্ত জনসেবায় নিয়োজিত থাকে। দায়িত্ব পালনে তাঁরা শত প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে সরকারের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের মাঝে কেউ কেউ পৃথিবী হতে চলে যান। কেউবা চাকরি জীবন শেষ করে অবসর জীবনে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত নিবেদিত প্রাণ সরকারি কর্মচারীদের মৃত্যুতে শোকবার্তা প্রদান করতে পারে। এতে একদিকে যেমন মৃত কর্মচারীর পরিবার পরিজন সম্মানিত বোধ করবে অন্যদিকে জীবিত কর্মচারীগণও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অধিকতর মনোনিবেশ করবেন। এ লক্ষ্যে বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কোন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির পর স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শোক বার্তা প্রদানের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সম্মান প্রদর্শন সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা প্রণয়নের বিষয়ে অবতারণা করা হয়।	সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মৃত্যুতে দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পক্ষ হতে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় শ্রদ্ধা নিবেদন করার বিষয়ে বিভাগীয় পরিচালকগণকে আগামী ৩০ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণাপত্র প্রণয়ন করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০৮।	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কোর্স পাঠ্যক্রম এর বিষয়বস্তু যুগোপযোগীকরণ	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠ্যক্রমসমূহ বর্তমান যুগের চাহিদা নিরূপনে সক্ষম হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনার দাবি রাখে। যে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে এ কোর্সসমূহ (কম্পিউটার বেসিক কোর্স, গ্রাফিক্স কোর্স, কাটিং ও সেরাই, ব্লক প্রিন্টার, বিউটিফিকেশন, ক্যাটারিং ও ফ্রিল্যান্সিং কোর্স) সে উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করে কিনা সে বিষয়ে সভায় আলোকপাত করা হয়। বাস্তবতার চাহিদার সাথে মিল রেখে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কোর্স ও পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যে কম্পিউটার বেসিক কোর্স, গ্রাফিক্স কোর্স, বিউটিফিকেশন ও ফ্রিল্যান্সিং কোর্স বাস্তব চাহিদার সাথে মিল রয়েছে মর্মে সভায় আলোচিত হয়। প্রতিমাসে নির্ধারিত ছক মোতাবেক তথ্য প্রেরণের করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত কোর্সসমূহ আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (সকল)
০৯।	বোর্ডের আইন সংশোধন ও সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যপরিধি বৃদ্ধি ও নতুন নতুন সেবাকার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে বোর্ডের আইন সংশোধনের পাশাপাশি নতুন পদ সৃজনের নিমিত্ত সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া বোর্ডের আইন সংশোধনের বিষয়েও আলোচনা করা হয়।	বোর্ডের আইন সংশোধন ও সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের জন্য বিভাগীয় পরিচালকবৃন্দকে ০৩ কার্যদিবসের মধ্যে মতামত প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)
১০।	স্টাফবাস কর্মসূচির সেবা আধুনিকায়ন	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহের মধ্যে স্টাফবাস কর্মসূচি অন্যতম প্রধান একটি সেবা। এ সেবার প্রত্যক্ষ উপকারভোগী হচ্ছেন ঢাকা শহরে বসবাসরত সরকারি কর্মচারীবৃন্দ। এই স্টাফবাস সেবার ওপর সরকারি কর্মচারীগণের নিজ নিজ কর্মস্থলে উপস্থিতি এবং অফিস শেষে তাদের আবাসস্থলে ফেরা নির্ভর করে। কিন্তু ইদানিং কর্মসূচির স্টাফবাস সার্ভিসের বিষয়ে উপকারভোগীগণ বিভিন্ন অভিযোগ করে থাকেন। বাস সার্ভিস আরও বেশি স্বামেলামুক্ত, আধুনিক এবং অধিকতর জনকল্যাণধর্মী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এ বিষয়ে স্টাফবাস কর্মসূচিকে কিভাবে আরও জনবান্ধব ও গতিশীল তথা আধুনিকায়ন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(ক) কর্মসূচি শাখা এবং যে সকল বিভাগীয় কার্যালয়ে স্টাফবাসের গাড়ি রয়েছে তাদের নিকট হতে প্রতি মাসে নির্ধারিত ছক মোতাবেক তথ্য প্রেরণ করতে হবে; (খ) ই-টিকিটিং এর কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন টিকিট ইস্যু, ভাড়া আদায়, রুট পরিবর্তন ইত্যাদি কাজ অন-লাইনে সম্পাদন করতে হবে।	পরিচালক (উন্নয়ন) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১১।	বিবিধ	প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট তারিখে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	প্রতিমাসে ৩য় বুধবারে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে উক্ত দিনে সরকারি ছুটি থাকার কারণে সভা আয়োজন করা সম্ভব না হলে পরবর্তী কর্মদিবসে সভাটি অনুষ্ঠিত হবে।	পরিচালক (প্রশাসন) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১২। উপস্থিত সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব স্ব কাজে মনোযোগী হওয়ার আহবান জানিয়ে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 (মুঃ মোহাম্মদ মৌনুল হোসেন)
 মহাপরিচালক